সং বা দ
প্রতিদিন

sangbadpratidin.in
epratidin.in
২৭ চৈত্র ১৪৩১
৪.০০ টাকা
*
কলকাতা সংস্করণ বৃহস্পতিবার | ১০ এপ্রিল ২০২৫
আংশিক মেঘলা সর্বনিম্ন ২৫°/৩৫° সর্বাধিক
১০ পাতা

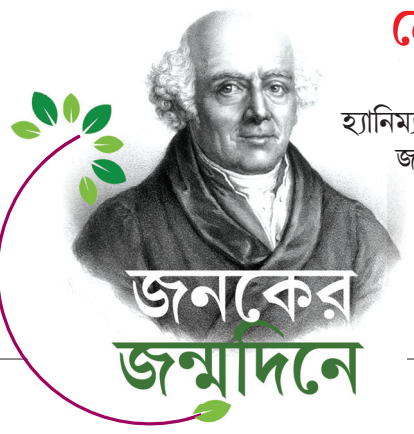

ক্রোড়পত্র
ডা. স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের ২৭১তম জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য
৭

অক্ষয়
কথাকলি শিল্পীর নয়া অবতারে এবার খিলাড়ি কুমার
৮

শীঘ্রই রিভিউ পিটিশনে যাচ্ছি : মুখ্যসচিব

বেতন পোর্টালে যোগ্যদের নাম

স্টাফ রিপোর্টার : স্কুলে গিয়ে স্বেচ্ছায় পড়াতে বলেছিলেন তিনি। তবু সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর কোথাও যেন আর্থিক অনিশ্চয়তায় ভুগছিলেন চাকরিহারা শিক্ষকরা। সেটা উপলব্ধি করেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্বস্ত করেছিলেন যে আইনের গন্ডির বাধ্যবাধকতা থাকলেও তিনি পথ বের করবেনই। চাকরিহারাদের সভায় সেই আশ্বাস দেওয়ার ৪৮ ঘণ্টাও পার হয়নি। দুশ্চিন্তায় থাকা শিক্ষকরা বুধবার বিকেলেই দেখলেন, শিক্ষা দপ্তরের বেতন পাওয়ার নির্দিষ্ট পোর্টালে তাঁদের নাম আগের মতোই জ্বলজ্বল করছে! ভরসা রাখার যে আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী করেছিলেন, এদিন এক লাইনে তার অর্থ, বেতন মিলবে। কোনও চাকরিহারাকে আর্থিক দুর্দশার মুখে পড়তে হবে না। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানান, ‘‘শিক্ষকদের মাইনে সংক্রান্ত পোর্টাল আপডেট করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত কোনও স্কুলে কোনও শিক্ষককে বাদ দেওয়া হয়নি। কোথাও বেতন বন্ধের কথা বলাও হয়নি।’’ বেতনের বিষয়ে রাজ্য সুপ্রিম কোর্টের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছে বলেও জানিয়েছেন ব্রাত্য।

প্রশাসন যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়ার পথে হাঁটলেও এদিন সকাল থেকেই কলকাতা ও জেলার বিভিন্ন প্রান্তে চাকরিহারাদের একটি অংশ বিক্ষোভ আন্দোলনে নেমে পড়েন। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি থেকে সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুরের চেষ্টা চলে যথেচ্ছভাবে। নবান্নে সকাল থেকে পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বড় ধরনের গোলমাল পুলিশ রুখে দিলেও প্রশাসন মনে করছে, এর পিছনে রয়েছে রাজনৈতিক উসকানি। গোলমালের খবর মেলার পর ব্রাত্য বসু শিক্ষকদের ‘ধৈর্য’ ধরার আবেদন করেন, আর রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ শিক্ষকদের বলেন ‘সংযত’ হতে। নবান্নে মুখ্যসচিব শিক্ষকদের প্ররোচনায় পা না দেওয়ার আবেদন করে জানান, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী ভরসা দিয়েছিলেন চাকরিহারাদের পাশে আছেন। আমরা তাঁদের পাশে থাকার সমস্ত চেষ্টা করছি। তা সত্ত্বেও বেশ কিছু অশান্তির ঘটনা ঘটেছে। এটা বাঞ্ছনীয় নয়। আমরা চাই না এমন ঘটনা ঘটুক। সুপ্রিম কোর্টের রায় মাথায় রেখেই আমাদের পদক্ষেপ করতে হবে। আর এটাতে কারও কোনও লাভ হচ্ছে না। কারও উসকানিতে যেন আমরা না যাই। আইন হাতে তুলে নেওয়া কখনওই উচিত নয়।’’ শিক্ষামন্ত্রীও বলেন, ‘‘হয়তো কেউ কেউ চাকরিহারাদের প্ররোচিত করেছে, আর ওঁরা তাতে পা দিচ্ছে।’’ শনিবার চাকরিহারাদের সঙ্গে ফের তাঁর বৈঠক হবে জানিয়ে ব্রাত্য বলেন, ‘‘সরকার সর্বতোভাবে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও এখনই আন্দোলন, লড়াই, প্রতিবাদ কেন? আমরা তো যোগ্য বঞ্চিতদের পাশে আছি। একটু ধৈর্য ধরুন।’’ ওই বৈঠকে এসএসসি চেয়ারম্যান, বিভাগীয় সচিব থেকে শুরু করে শিক্ষা দপ্তরে উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের থাকার কথা। ব্রাত্য বলেন, ‘‘এক দিকে বৈঠক, অন্য দিকে ধ্বংসাত্মক আন্দোলন, দুটো একসঙ্গে চলতে পারে না।’’

চাকরিহারাদের পাশে থেকেই যে রাজ্য সরকার আইনি প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তা স্পষ্ট করে দিয়ে মুখ্যসচিব জানান, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ শিক্ষা ব্যবস্থা সচল রাখতে সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন করেছে। সেখানে সকলে যাতে কাজ চালিয়ে যেতে পারে, তা বলা হয়েছে।

পাঁচের পাতায়

ব্রাত্য বসু ও মনোজ পন্থ। বুধবার।

বিকাশের হুমকি

স্টাফ রিপোর্টার : চাকরিহারা যোগ্যদের রাজ্য স্কুলে কাজ চালাতে দিলে তিনি সুপ্রিম কোর্টে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনবেন বলে হুমকি দিলেন সিপিএম সাংসদ ও আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য। হিন্দুস্তান টাইমসকে বুধবার বিকাশ বলেন, ‘‘রাজ্য সরকার যদি চাকরিচ্যুতদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয় তাহলে আদালত অবমাননা হবে। রাজ্যের বক্তব্য খতিয়ে দেখে সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ দায়ের করব।’’

বিশ্ব নভকর মন্ত্র দিবসে জৈন সম্প্রদায়ের একটি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। —প্রতিদিন চিত্র

‘গুলি খাব, তবু ঐক্য অটুট রাখবই’

স্টাফ রিপোর্টার: একদিকে যখন বিজেপি হিন্দুত্ব নিয়ে এরাজ্যে মেরুকরণের চেষ্টা করছে, তখন নিজের ‘সর্বধর্ম’-র পথকেই ফের তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার তিনি বলেছেন, ‘‘আমি সমস্ত ধর্মস্থানে যাই। সারা জীবন যাব। আমাকে গুলি করে মেরে দিলেও বাংলার ঐক্য, সংহতি, একতা বজায় রাখা থেকে কেউ সরাতে পারবে না।’’ দোল, ইদ, বাসন্তী পুজোর পর এদিন মহাবীর জয়ন্তীর প্রাক্কালে জৈন সম্প্রদায়ের এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘বাংলা মানে সর্ব ধর্ম, সর্ব বর্ণের মিলনক্ষেত্র। বিভাজন নয়, একতায় বাংলার মূলমন্ত্র। আমি থাকতে বাংলার এই ঐক্য নষ্ট হতে দেব না।’’ বিভিন্ন ধর্মের অনুষ্ঠানে হাজির থেকে মমতা যখন তাঁর সম্প্রীতির বার্তা তুলে ধরছেন, সেই প্রেক্ষিতেই কোনও রাজনৈতিক দলের নামোল্লেখ না করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘অনেকে বলছেন বাংলায় হিন্দুরা নাকি অবহেলিত। এটা ঠিক নয়। অনেকে প্রশ্ন তুলছেন, আমি কেন সর্বধর্মর অনুষ্ঠানে যাই? আমি যাবই সব জায়গায়। আমাকে গুলি করলেও আমি একতার পক্ষে। এটাই

ওয়াকফ সম্পত্তি দখল করতে দেব না : মমতা

আমাদের একতা। যে যাই বলুক আমি যাব।’’ এর পাশাপাশি কেন্দ্রের ওয়াকফ বিল পাস করা নিয়ে গোটা দেশ যখন উত্তাল, আঁচ এসে পড়েছে বাংলাতেও সেবিষয়েও এদিন মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ‘‘সংখ্যালঘুদের বলছি, আপনাদের ওয়াকফ নিয়ে দুঃখ হয়েছে বুঝতে পারছি। আপনারা সবাই একসঙ্গে বাঁচার কথা বলুন। কেউ কেউ রাজনৈতিক প্ররোচনা দেয়। আমি বলছি, দিদি আছে আপনাদের। দিদি আপনাদের রক্ষা করবে। আপনাদের সম্পত্তি রক্ষা করবে। কেউ উস্কানিতে পা দেবেন না।’’

কেন এই সতর্কবার্তা, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সম্প্রতি বাংলাদেশে তৈরি হওয়া অশান্তির পরিবেশের প্রসঙ্গ টেনে মমতা বলেন, ‘‘বাংলাদেশে অশান্তির প্রভাব পড়েছিল সীমান্তেও। মনে রাখবেন, একতা রক্ষা করাই আমাদের দায়িত্ব। যারা সবাইকে ভালোবাসে, তাঁকে সবাই ভালোবাসে। লড়তে হলে একতার জন্য লড়াই করুন। একতার জন্য হাঁটুন। জিয়ো অর জিনে দো। বাংলার সম্প্রীতিই বাংলার অহংকার।’’

এদিনের অনুষ্ঠানের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘যা কিছু মঙ্গলময় সব আপনাদের হোক। আপনারা বাংলায় সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছেন। আপনারা বিভাজন নয়, একতায় বিশ্বাসী।

নয়ের পাতায়

এক ঝলক

বিজয়ন কন্যা ইডি তদন্তের মুখেও

■ তিরুবনন্তপুরম : কেরলের সিপিএম মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের কন্যা টি বীণার বিরুদ্ধে একটি দুর্নীতি মামলায় কেন্দ্রীয় কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের সিরিয়াস ফ্রড ইনভেস্টিগেশন অফিস চার্জশিট দিয়েছে। এবার তদন্ত শুরু করতে চলেছে ইডিও। তাঁর বিরুদ্ধে একটি বেসরকারি খনি কোম্পানির কাছ থেকে ১ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। বীণার বিরুদ্ধে ইডি তদন্ত শুরুর প্রস্তুতি নেওয়ায় বিজয়নের পদত্যাগের দাবি তুলেছে কংগ্রেস ও বিজেপি।

ফের হ্রাস রেপো রেটে, স্বস্তি ঋণে

■ মুম্বই : আরও ২৫ বেসিস পয়েন্ট রেপো রেট কমাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। এর ফলে গৃহঋণ ও গাড়ির ঋণে ইএমআই আরও কমবে। রেপো রেট হল সেই সুদের হার যাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ দেয়। ২৫ বেসিস পয়েন্ট কমায় রেপো রেট ৬ শতাংশ হল। দু’মাস আগে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৫ বেসিস পয়েন্ট রেপো রেট কমিয়েছিল। সঞ্জয় মালহোত্রা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নতুন গভর্নর হওয়ার পরই রেপো রেট কমছে।

২৬/১১ চক্রী রানা ভারতে

■ নয়াদিল্লি : ২৬/১১ মুম্বই হামলার চক্রী তাহাউর রানাকে অবশেষে আমেরিকা থেকে ভারতে ধরে নিয়ে আসছে এনআইএ। সম্প্রতি আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট প্রত্যর্পণের বিরুদ্ধে রানার করা আবেদন খারিজ করে। ২৬/১১ মুম্বই হামলায় তিনি অন্যতম চক্রী। পাকিস্তানি বংশোদ্ভুত রানা বর্তমানে কানাডার নাগরিক। তবে তিনি দীর্ঘদিন আমেরিকার জেলে বন্দি ছিলেন। আজ, বৃহস্পতিবার দুপুরে রানাকে নিয়ে এনআইএ দিল্লি পৌঁছবে।

চিন বাদে ট্রাম্পের ছাড় বাকিদের

■ ওয়াশিংটন : চাপে পড়ে চিন ছাড়া বাকি সমস্ত দেশকে আপাতত ৯০ দিনের জন্য শুল্কবৃদ্ধি থেকে ছাড় দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে চিনা পণ্যের উপর শুল্ক বাড়িয়ে তিনি ১২৫ শতাংশ করে দিয়েছেন। বুধবারই মার্কিন পণ্যের উপর পাল্টা ৮৪ শতাংশ শুল্ক চাপায় চিন। এরপর রাতে ট্রাম্পের ঘোষণা। ট্রাম্প জানিয়েছেন, চিন ছাড়া বাকি ৭৫টি দেশ যেহেতু পাল্টা শুল্ক না চাপিয়ে বোঝাপড়ায় আসতে চাইছে, তাই তিনি তাদের উপর শুল্কবৃদ্ধি ৯০ দিনের জন্য স্থগিত করলেন। আসলে তাঁর শুল্কনীতির পরে যে গোটা বিশ্ব আর্থিক মন্দার মুখে পড়েছে সেটা বুঝেই চাপের মুখে ট্রাম্প তাঁর নীতি বদলালেন। চিনের সঙ্গে আমেরিকার বেড়ে চলা শুল্কযুদ্ধ ভারতের পক্ষে স্বস্তির।

লরিতে পিষ্ট

■ হাওড়া : বুধবার রাতে হাওড়ার কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে বাইকে ছেলের সঙ্গে বাড়ি ফেরার পথে বেপরোয়া লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল ৫৫ বছর বয়সী আনোয়ারা বেগমের। তাঁর বাড়ি ওই এলাকারই শেখ পাড়ায়।

পরিকল্পিত হানা, পুলিশকে মার, পাল্টা দিতেই বিতর্ক

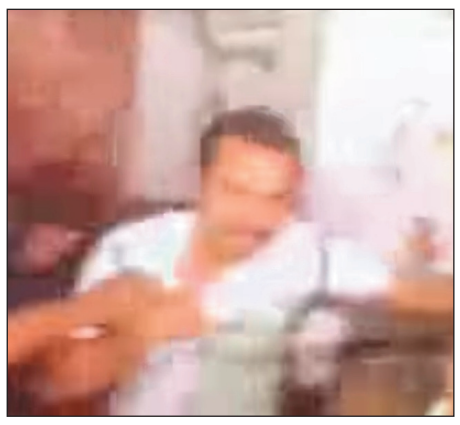

পুলিশকে ঘিরে মার (ভিডিও থেকে সংগৃহীত)। (ডানদিকে) পাল্টা পুলিশের লাঠিচার্জ। বুধবার কসবার ডিআই অফিসে। —অরিজিৎ সাহা

সংবাদ প্রতিদিন ব্যুরো : ডিআই অফিসে তালা ভেঙে ঢুকে পরিকল্পিত হামলায় মারা হল পুলিশকে। তবে শেষ পর্যন্ত ধৈর্য হারিয়ে এক আন্দোলনকারীর গায়ে কলকাতা পুলিশের এক এসআই পাল্টা পা তুলে দেওয়ায় তৈরি হল বিতর্ক। বস্তুত অফিসের ভিতর বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিও চালায় পুলিশ। যদিও পুলিশের বক্তব্য, ‘আক্রান্ত হওয়ার পরই বাধ্য হয়ে পদক্ষেপ করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ও আরও ক্ষয়ক্ষতি-আহতের ঘটনা রোধে পুলিশ বাধ্য হয়ে হাল্কা বলপ্রয়োগ করে।’ রাতে কসবা থানায় দুটি মামলাও হয়।

শুধু কলকাতার কসবা নয়, রীতিমতো পরিকল্পনামাফিক আন্দোলনের টার্গেট করা হয় বিভিন্ন জেলায় স্কুলগুলির জেলা পরিদর্শকের অফিস। ডিআই অফিসে কোথাও তালা ভেঙে ঢোকা হয়, কোথাও দেওয়া হয় তালা। কসবায় বুধবার সকালে চাকরিহারাদের একাংশ জড়ো হয় ডিআই অফিসের সামনে। পুলিশি ব্যারিকেডের পাশাপাশি অফিসের গেটে তালা লাগানো ছিল। কিন্তু একটু সময় যেতেই তালা ভেঙে দপ্তরের ভিতরে ঢুকে পড়েন কয়েকজন। ঘিরে ধরে বেছে বেছে পুলিশকে মারা হচ্ছে বলে দেখা যায়। কসবা থানার এসআই লিটন দাসকে ঘিরে ফেলে মারধর করা হয়। পরে দেখা যায় ওই এসআই পা তুলেছেন এক বিক্ষোভকারীর প্রতি। পুলিশকে লাঠি চালাতেও দেখা যায়। পুলিশকর্মীদের পাশাপাশি বিক্ষোভকারীদেরও কয়েকজন অল্পবিস্তর জখম হন। ঘটনার পরই নবান্নে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ বলেন, ‘‘সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর বা পুলিশকে মারধর করা হলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষায় পুলিশকে তো পদক্ষেপ করতেই হবে। সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা হয়েছে অনেক জায়গায়। একজন সিনিয়র সার্জেন্ট জখম। পুলিশ পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করেছে।’’ কলকাতার নগরপাল মনোজ ভার্মা স্পষ্ট বলেন, ‘‘লাঠিচার্জ অনভিপ্রেত, তবে পুরো ফুটেজ দেখা দরকার। পুলিশেরও অনেকে আহত হয়েছেন। পুলিশের কাছে আগে থেকে খবর ছিল না। বিনা উস্কানিতেই পুলিশের উপর হামলা হয়েছে। আমাদের ছ’জন আহত। এক জন গুরুতর আহত। পুলিশ যখন আক্রান্ত হয়েছে, তখনই পুলিশ বাধ্য হয়ে কিছু পদক্ষেপ করেছে। তবে পুলিশ এমন অ্যাকশন কেন নিল, সেটাও দেখতে হবে। যে পুলিশকর্তারা ফিল্ডে রয়েছেন, সেই ডিসিপিদের কাছে রিপোর্ট চেয়েছি।’’ পুলিশের লাথি-মারা ভিডিও প্রশ্নে সিপির মন্তব্য, ‘‘যে ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে, তার আগেও কিছু রয়েছে।

পাঁচের পাতায়

বাম ও বিজেপির গভীর চক্রান্তে ২৬ হাজার শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীর চাকরিচ্যুতির প্রতিবাদে বুধবার কলকাতায় তৃণমূল ছাত্র-যুবদের ধিক্কার মিছিল। —কৌশিক দত্ত

ভারত দিয়ে ঢাকার পণ্য চলাচল নিষিদ্ধ

উত্তর-পূর্ব নিয়ে ইউনূসের বক্তব্যের পাল্টা

নয়াদিল্লি: ভারতের মাটি ব্যবহার করে আর ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারবে না বাংলাদেশ। সম্প্রতি জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, তৃতীয় কোনও দেশে বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানি করতে ব্যবহার করা যাবে না ভারতের কোনও বন্দর বা বিমানবন্দরের শুল্ককেন্দ্র।

২০২০ সালের ২৯ জুন। দিল্লি-ঢাকার মধ্যে একটি চুক্তি হয়। যেখানে ভারতের মাটি ব্যবহার করে ঢাকা অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে পারে, তার জন্য নানা সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল। মূলত ভূটান, নেপাল, মায়ানমারে পণ্য রপ্তানির জন্য এই সুবিধা ব্যবহার করত বাংলাদেশ। নয়া বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এই সংক্রান্ত পূর্ববর্তী নির্দেশিকা অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হচ্ছে। ফলে ভারতের কোনও বন্দর এবং বিমানবন্দরের শুল্ক অফিস ব্যবহার করে তৃতীয় কোনও দেশে পণ্য রপ্তানি করতে পারবে না বাংলাদেশ। যদিও, যে সব পণ্য ইতিমধ্যে ভারতে প্রবেশ করেছে, সেক্ষেত্রে এই নির্দেশিকা কার্যকর হবে না।

সম্প্রতি চিন সফরে গিয়ে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস বলেছিলেন, “সমুদ্রের (বঙ্গোপসাগর) একমাত্র অভিভাবক বাংলাদেশ।” চিন এবং বাংলাদেশ লাগোয়া উত্তর-পূর্ব ভারতের সাত রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান ব্যাখ্যা করে তিনি দাবি করেছিলেন, “ভারতের পূর্ব দিকের সাত রাজ্যকে বলা হয় সাত বোন। এগুলি স্থলভাগ দিয়ে ঘেরা। এদের সমুদ্রে পৌঁছনোর কোনও পথ নেই।” এর পরই শুরু বিতর্ক। সেই বিতর্কের মাঝে নয়াদিল্লির এই সিদ্ধান্ত কূটনৈতিকভাবে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও এ প্রসঙ্গে, বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, বাংলাদেশকে ওই সুবিধা দেওয়ার ফলে ভারতের বন্দর এবং বিমানবন্দরগুলিতে ভিড় বাড়ছিল। এর ফলে ভারতীয় সংস্থাগুলির রপ্তানিতে সমস্যা হচ্ছিল। সেই কারণে বাংলাদেশকে ওই সুবিধা দেওয়া বন্ধ করা হয়েছে।

মাছ বাজার বন্ধের হুমকিতে শোরগোল

বিজেপির খাদ্য সন্ত্রাসে ফুঁসছে চিত্তরঞ্জন পার্ক

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি : রাজধানী দিল্লির একটুকরো কলকাতায় মাছপ্রেমীদের উপর আঘাত গেরুয়া শিবিরের। চিত্তরঞ্জন পার্কের কালীমন্দিরের পাশে মাছের বাজার তুলে দেওয়ার হুমকি বিজেপির। একে প্রবাসী বাঙালির স্বাভাবিক খাদ্যাভ্যাসে বিজেপির অযাচিত হস্তক্ষেপ বলেই মনে করছেন বাসিন্দারা। তাদের ওই খাদ্য সন্ত্রাসে বাঙালি সমাজ ক্ষুব্ধ। তাঁরা ইতিমধ্যেই এর প্রতিবাদে সরব হয়েছেন। এই ঘটনা বিজেপির বাঙালি বিদ্বেষ আরও একবার স্পষ্ট হল যে কোনও বাজারে দেবদেবীর মন্দির থাকাটা বাংলার রেওয়াজ। অনেক সময় দেবদেবীকে মাছ অর্পণও করা হয়। সেখানে গেরুয়া শিবিরের এ হেন হামলা ও হুমকি দিল্লির বাঙালিদের আঘাত করেছে বলে মত রাজধানীতে দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী বাসিন্দাদের। দিল্লিতে ক্ষমতায় এসেই একাধিক জায়গায় মাছ বাজার বন্ধের হুমকি দিয়েছে বিজেপি।

চিত্তরঞ্জন পার্কের এক নম্বর মার্কেটের মাছ ব্যবসায়ীকে হুমকি দেওয়ার ভিডিও প্রথম প্রকাশ করেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। এরপরেই পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমেছে দিল্লি বিজেপি। এদিন কলকাতায় তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বিজেপিকে আক্রমণ করে বলেন, “চিত্তরঞ্জন পার্ক বাঙালিপ্রধান। এখানকার মাছের বাজার জমজমাট। বিজেপি দিল্লিতে ক্ষমতায় এসেই বাঙালির মাছে হাত দিল। মাছ বিক্রি বন্ধ করতে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে, মন্দিরের কাছে মাছবাজার কেন? জবাব,— এক, বহু বাজারেই মন্দির আছে। দুই, মাছ ব্যবসায়ীরাও ছোট ছোট ঠাকুরের মূর্তি রাখেন।

পাঁচের পাতায়

পাহাড়ের নানা অখ্যাত গাঁয়ে নিত্যনতুন টুরিস্ট স্পট

বিশ্বজ্যোতি ভট্টাচার্য ● শিলিগুড়ি

গতে বাঁধা দার্জিলিংয়ের ম্যাল, মিরিকের লেক বা কালিম্পংয়ের অবশ্য গন্তব্য ডেলোকে গোল দিচ্ছে একেবারে অখ্যাত পাহাড়ি গাঁয়ের পথের ধারের ঘর। সুন্দর সাজানো ছবির মতো সেই বাড়িতে পা রাখলেই আপন করে নিচ্ছেন শুধু সেই ‘হোম স্টে’র মালিক নন, সেখানকার বাসিন্দারাও। গরম পড়লেই পাহাড়ের পথে পা বাড়িয়ে রাখা বাঙালির ঝোঁকও এখন সেদিকেই। তাই, রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের সাহায্য নিয়ে গড়ে ওঠা একের পর এক অফবিট হোম স্টে ভরছে পর্যটকে এবং চড়াই পথ ধরছে সেখানকার অর্থনীতি। গরমের ছুটির সময় এইসব জায়গা অনায়াসে ‘হাউস ফুল’ বোর্ড ঝোলাতেই পারে।

কংক্রিটের জঙ্গলে ভরা দার্জিলিং, কালিম্পং অথবা কার্শিয়াং শহরের তাপমাত্রাও এখন অনেকটা সমতলের মতোই। দিনভর মাথার উপরে পাখা ঘুরছে। এসি চলছে কোথাও। তাই প্রত্যেকে চাইছেন ভার্জিন ডেস্টিনেশন। কয়েক বছরে রাজ্য সরকারের উৎসাহে সাওয়াজি খোলা, জিম্বাগাঁও, মিমবস্তি অথবা কাটিদ্বারা, থাপা ভ্যালির মতো অফবিট ডেস্টিনেশনগুলোতে হোমস্টের ছড়াছড়ি হয়েছে। সেখাকার নৈসর্গিক দৃশ্যে মুগ্ধ হয়েছেন যারা একবার পা রেখেছেন। সেখানে কিছু হোমস্টের পরিকাঠামো এতটাই আধুনিক যে সেখানে সুইমিং পুল, ফিসিংয়ের মতো সুবিধাও রয়েছে। তাই পাহাড়ি শহরের বাইরে প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে কয়েকটি দিন কাটাতে সমস্যা হচ্ছে না।

পাঁচের পাতায়